বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ।
(ফৌজদারি রিভিশনের অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ

বিচারপতি আবদুর রব

ফৌজদারি রিভিশন নম্বর ১৭৯৯/২০২৩

মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন
----আসামি দরখাস্তকারী।

বনাম

রাষ্ট্র এবং অন্য
---প্রতিপক্ষগণ।

জনাব রাকিবুল ইসলাম, আইনজীবী
---আসামি দরখাস্তকারী পক্ষে।

জনাব মোহাম্মদ আবুল হাশেম, ডি, এ, জি, এবং
জনাব জাহিদ আহাম্মেদ হিরো, এ, এ, জি,
----১ নম্বর প্রতিপক্ষে।

জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান সেলিম, আইনজীবী
---২ নম্বর অভিযোগকারীপক্ষে।

রায় প্রদানের তারিখঃ **ফাল্গুন ০৭, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ**
ফেব্রুয়ারি ২০, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিচারপতি আবদুর রব

বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, তৃতীয় আদালত, চট্টগ্রাম আসামি মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন কর্তৃক দায়েরকৃত ফৌজদারি আপিল মামলা নম্বর ২১৬/২০২২ বিগত জানুয়ারী ১৬, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে নামঞ্জুর করেন এবং বিজ্ঞ

যুগ্ন মহানগর দায়রা জজ, পঞ্চম আদালত, চট্টগ্রাম The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ১৩৮ ধারায় আসামিকে দোষী সাব্যস্থক্রমে ৩ (তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ৭,০০০০০/- (সাত লক্ষ) অর্থদণ্ডের আদেশ দায়রা মামলা নম্বর ১৬৯৪/২০২০ এ বিগত জানুয়ারী ২১, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত রায় ও দণ্ডাদেশ বহাল রাখেন।

আসামি দরখাস্তকারী ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৯ এবং ৪৩৫ ধারার ফৌজদারি রিভিশন নম্বর ১৭৯৯/২০২৩ দায়ের করেন। বিগত মে ২৩, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে আসামি দরখাস্তকারী অত্র আদালত হতে জামিনে মুক্তি লাভ করে।

রিভিশনটি নিষ্পত্তির জন্য অভিযোগকারীর মামলা সংক্ষেপে এই যে, অভিযোগকারী পাওনা বাবদ আসামি তার নামীয় সাউথইষ্ট ব্যাংক লিমিটিড এর হিসাব ০০১২১০০০০২২৯৪ হতে বিগত জুন ০৩, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে ৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ) টাকার চেক প্রদান করেন। যাহার নম্বর SB ৯৭০৫৫৭২। উক্ত চেক নগদায়নের জন্য ব্যাংকে জমা প্রদান করলে বিগত জুন ১২, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে অপর্যাপ্ত তহবিল (In sufficient Fund) উল্লেখে ডিজঅনার হয়ে ফেরত আসে। অভিযোগকারী আসামির বরাবরে জুন ২৭, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে তার আইনজীবীর মাধ্যমে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করেন। উক্ত নোটিশ আসামি বিগত জুন ৩০, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে গ্রহন করে তা সত্বেও আসামি

অভিযোগকারীর টাকা পরিশোধ না করায় অভিযোগকারী বিগত আগস্ট ০১, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ১৩৮ ধারার বিধান মতে মূখ্য মহানগর হাকিম এর আদালত, চট্টগ্রাম এ আসামির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি মোঃ জালাল উদ্দিনকে অত্র মামলায় ইস্যুকৃত গ্রেফতারি পরওয়ানা মুলে কর্নফুলী থানার পুলিশ ধৃত করে চালান মুলে বিজ্ঞ যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ আদালত, পঞ্চম আদালত, চট্টগ্রামে সোপর্দ করেন। অতঃপর বিজ্ঞ যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ, আসামিকে কারাগারে প্রেরণ করেন।

মামলাটি মূখ্য মহানগর এর আদালতে সি, আর মামলা নম্বর ১৯৯/১৯ এবং মূখ্য মহানগর দায়রা জজ আদালতে দায়রা মামলা নং ১৬৯৪/২০২০ হিসেবে রেজিস্ট্রিভুক্ত হয়। আসামির বিরুদ্ধে বিগত আগস্ট ০১, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ১৩৮ ধারায় অপরাধ আমলে নিয়ে ডিসেম্বর ১১, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে আসামির বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ইস্যু করেন।

পরবর্তীতে আসামি আদালত হতে জামিন লাভ করেন। অতঃপর মামলাটি বিচারের জন্য প্রস্তুত হলে বিজ্ঞ মহানগর দায়রা জজ আদালত, চট্টগ্রামে প্রেরণ করেন। বিজ্ঞ দায়রা জজ আদালত মামলাটি আমলে গ্রহনপূর্বক বিচার নিষ্পত্তির জন্য বদলী মূলে বিজ্ঞ যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ, পঞ্চম আদালত, চট্টগ্রামে প্রেরণ

করেন। বিজ্ঞ যুগ্ন মহানগর দায়রা জজ আদালত নথি প্রাপ্ত হয়ে গত সেপ্টেম্বর ২৭, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে আসামির বিরুদ্ধে The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ১৩৮ ধারা মতে অভিযোগ গঠন করেন। আসামি পলাতক থাকায় গঠিত অভিযোগ আসামিকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শুনানো সম্ভব হয়নি।

প্রসিকিউশন পক্ষ হতে ১ জন সাক্ষী মোহাম্মদ মেহের আলীকে পরীক্ষা করা হয়। প্রসিকিউশন পক্ষের একমাত্র সাক্ষী মোহাম্মদ মেহের আলী পি, ডব্লিউ ১ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদানকালে তার আনিত অভিযোগের সমর্থনে জবানবন্দি প্রদান করেন। জবানবন্দি প্রদানকালে সাক্ষী তার দাখিলী দরখাস্ত, তাতে তার স্বাক্ষর, তর্কিত চেক, ডিজঅনার স্লিপ, লিগ্যাল নোটিশ ও ডাক রশিদ, প্রাপ্তি স্বীকারপত্র যথাক্রমে প্রদর্শনী ১-৪ হিসেবে চিহ্নিত করেন।সাক্ষ্য উপস্থাপন শেষে আসামি অনুপস্থিত থাকায় আসামিকে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪২ ধারা মতে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি। অতঃপর বিজ্ঞ যুগ্ন মহানগর দায়রা জজ আসামিকে The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ১৩৮ ধারায় দোষী সাব্যস্তক্রমে বিগত জানুয়ারী ১৬, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে আসামির অনুপস্থিতে ০৩ (তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড এর আদেশ প্রদান করেন। অর্থদণ্ড অভিযোগকারী পাবেন।

আসামি দরখাস্তকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী অত্র রিভিশন মামলায় তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, নিম্ন আদালত একজন সাক্ষীর জবানবন্দির ভিত্তিতে আসামিকে

উল্লেখিত সাজা প্রদান করেন। ন্যায় বিচারের স্বার্থে উক্ত রায় ও আদেশ বাতিলযোগ্য।

অভিযোগকারী ২ নম্বর প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, অভিযোগকারী তার আনিত অভিযোগ প্রমান করতে সক্ষম হয়েছেন এবং আদালত সঠিকভাবে রায় ও দন্ডাদেশ প্রদান করেন।

বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থিত হয়ে নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশ সঠিক হয়েছে মর্মে সমর্থন করেন। আদালতের আদেশটি সঠিক হয়েছে উহা বহাল রাখার আবেদন করেন।

আমি এখন দেখব নিম্ন বিচারিক আদালত এবং আপীল আদালত আসামি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশে আইনগত কোন ত্রুটি আছে কিনা?

সর্বপ্রথম আমি রাষ্ট্রপক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষীর সাক্ষ্য পুনঃনিরীক্ষণ করব।

রাষ্ট্রপক্ষের ১ নম্বর সাক্ষী মোহাম্মদ মেহের আলী আসামির বিরুদ্ধে আনিত তার অভিযোগের সমর্থনে জবানবন্দি প্রদান করেন। জবানবন্দি প্রদানকালে সাক্ষী তার দাখিলী এজাহার, তাতে তার স্বাক্ষর, তর্কিত চেক, ডিজঅনার স্লিপ, লিগ্যাল নোটিশ, ডাক রশিদ, প্রাপ্তি স্বীকার পত্র যথাক্রমে প্রদর্শনী-১-৪ হিসেবে শনাক্ত করেন।

আসামি পলাতক থাকায় সাক্ষীকে জেরা না করায় অভিযোগকারীর আনিত অভিযোগের স্বপক্ষে প্রদত্ত সাক্ষ্য অক্ষত অবস্থায় রয়ে গেল।

রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্য এবং প্রদর্শনী চিহ্নিত দলিলাদি পর্যালোচনা করলে দেখা

যায় যে, দরখাস্তকারী আসামি অভিযোগকারী প্রতিপক্ষের পাওনা পরিশোধের নিমিত্তে বিগত জুন ০৩, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে ৭,০০,০০০/-(সাত লক্ষ) টাকার চেক প্রদান করেন। উক্ত চেক নগদায়নের জন্য ব্যাংকে জমা প্রদান করলে বিগত জুন ১২, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে অপর্যাপ্ত তহবিল উল্লেখে ডিজঅনার হয়। এজাহারকারী আসামির বরাবরে জুন ২৭, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে আইনজীবীর মাধ্যমে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করেন। উক্ত নোটিশ আসামি বিগত জুন ৩০, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে গ্রহণ করে তা সত্বেও আসামি অভিযোগকারীর টাকা পরিশোধ না করায় অভিযোগকারী বিগত আগস্ট ০১, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ১৩৮ ধারার বিধান মতে মূখ্য মহানগর হাকিম এর আদালত, চট্টগ্রাম এ আসামির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। সার্বিক বিশ্লেষনে দেখা যায়, The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ১৩৮ ধারার বিধানাবলী প্রতিপালন করে অভিযোগকারী প্রতিপক্ষ আসামি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন।

সার্বিক বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, অভিযোগকারী সাক্ষ্য প্রমান দ্বারা আসামির বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছেন। বিজ্ঞ যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ আদালত তর্কিত রায় এ মৌখক ও দালিলিক সাক্ষ্য প্রমানাদি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। উক্ত রায়ে আইনগত ও ঘটনাগত বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আসামি দরখাস্তকারী বিজ্ঞ যুগ্ন মহানগর দায়রা জজ, পঞ্চম আদালত

কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আসামি ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৮ ধারায় বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, তৃতীয় আদালত, চট্টগ্রাম এ আপিল মামলা নম্বর ২১৬/২০২২ দায়ের করেন। বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ অভিযোগকারীর সাক্ষ্য, দরখাস্ত, তাতে তার স্বাক্ষর, তর্কিত চেক ডিজঅনারের স্লিপ, লিগ্যাল নোটিশ, ডাক রশিদ, প্রাপ্তি স্বীকারপত্র, প্রদর্শনী হিসেবে প্রদত্ত পর্যালোচনা করেন। আপিলের কোন যোগ্যতা (Merit) না থাকায় আপিলটি না-মঞ্জুর (Dismissed) করেছেন।

বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, তৃতীয় আদালত, চট্টগ্রাম রাষ্ট্রপক্ষের প্রদত্ত সাক্ষ্য, প্রাসঙ্গিক কাগজাদি উভয়পক্ষের আইনজীবীদের প্রদত্ত বক্তব্য এবং আসামি মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন এর বিরুদ্ধে আনিত The Negotiable Instrument Act, 1881-এর ১৩৮ ধারার অভিযোগ অভিযোগকারী সন্দেহাতীতভাবে প্রমানে সক্ষম হওয়ায় এবং আপিলের কোন যোগ্যতা না থাকায় আপিলটি না-মঞ্জুর করেন এবং বিজ্ঞ যুগ্ন মহানগর দায়রা জজ কর্তৃক The Negotiable Instrument Act, 1881-এর ১৩৮ ধারায় আসামি আপিলকারীর বিরুদ্ধে ৩ (তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ৭, ০০,০০০/- (সাত লক্ষ) অর্থদণ্ডের রায় ও আদেশ বহাল রাখেন।

আমি বিজ্ঞ যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ কর্তৃক অভিযোগকারী কর্তৃক আসামি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ১৩৮ ধারার অপরাধ প্রমানে অভিযোগকারীর জবানবন্দি,

অভিযোগকারীর দাখিলী দরখাস্ত, তর্কিত চেক ডিজঅনার স্লিপ, লিগ্যাল নোটিশ, ডাক রশিদ, প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদর্শনী হিসেবে পর্যালোচনাক্রমে অভিযোগকারী আসামির বিরুদ্ধে তার অভিযোগ প্রমান করতে সক্ষম হওয়ায় The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ১৩৮ ধারায় দায়রা মামলা নম্বর ১৬৯৪/২০২০ এ জানুয়ারী ২১,২০২১ খ্রিস্টাব্দে আসামিকে দোষী সাব্যস্থক্রমে ০৩(তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং চেকে উল্লিখিত ৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ) টাকা অর্থদন্ডের আদেশ প্রদান করেন।

উক্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে দন্ডপ্রাপ্ত আসামি দরখাস্তকারী আপিল দায়ের করেন। আপিল মামলাটি বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, তৃতীয় আদালত, চট্টগ্রাম তাঁর রায়ে বিজ্ঞ যুগ্ন মহানগর দায়রা জজ কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশ পর্যালোচনায় বলেন, আপিলকারীপক্ষে দাখিলী আপিল মেমোতে উল্লিখিত কোন বক্তব্য আপিল মামলায় গ্রহনযোগ্য নহে। নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ এ হস্তক্ষেপ করার কোন কারন পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, আসামি দরখাস্তকারীর দাখিলকৃত ফৌজদারি আপিল মামলা নম্বর ১১৬/২০২২ জানুয়ারী ১৬, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে খারিজ (Dismiss) করে দেন এবং নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দায়রা মামলা নম্বর ১৬৯৪/২০২০ এ বিগত জানুয়ারী ২৪,২০২২ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশ বহাল রাখেন।

বিজ্ঞ যুগ্ন মহানগর দায়রা জজ কর্তৃক অভিযোগকারী কর্তৃক আসামি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ এর প্রেক্ষিতে আসামির বিরুদ্ধে The

The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ১৩৮ ধারায় আসামিকে দোষী সাব্যস্তক্রমে দায়রা মামলা নম্বর ১৬৯৪/২০২০ এ বিগত জানুয়ারী ২৪, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে উক্ত আইনের ১৩৮ ধারায় আসামির বিরুদ্ধে ৩ (তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ) অর্থদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। আসামি আপিল মামলা নম্বর ২১৬/২০২২ দায়ের করেন। বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ বিগত জানুয়ারী ১৬, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর রায় ও আদেশে উক্ত আপিল মামলাটি খারিজ করে দেন এবং নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও দণ্ডাদেশ বহাল রাখেন।

আমি বিজ্ঞ যুগ্ন মহানগর দায়রা জজ পঞ্চম আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক, দায়রা মামলা নম্বর ১৬৯৪/২০২০ এ বিগত জানুয়ারী ২৪, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে অভিযোগকারী কর্তৃক আনিত আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ১৩৮ ধারায় ৩ (তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ) অর্থদণ্ডের, রায় ও আদেশ এবং সাজা প্রাপ্ত আসামি কর্তৃক দায়েরকৃত ফৌজদারী আপিল মামলা নম্বর ২১৬/২০২২ এ বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, তৃতীয় আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক বিগত জানুয়ারী ১৬, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত রায় ও দণ্ডাদেশ মনোযোগ সহকারে পর্যালোচনা করলাম। আমার দৃষ্টিতে বিজ্ঞ যুগ্ন মহানগর দায়রা জজ কর্তৃক The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ১৩৮ ধারায় আসামি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে প্রদত্ত রায় ও দণ্ডাদেশ এবং আসামি উক্ত রায় ও

দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করেন যা বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশে আপিল না-মঞ্জুর করেন এবং বিজ্ঞ যুগ্ন মহানগর দায়রা জজ কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও অদেশ বহাল রাখেন। আমি বিজ্ঞ যুগ্ন মহানগর দায়রা জজ এবং বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ কর্তৃক রায় ও আদেশে আমার দৃষ্টিতে আইনগত কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না।

অপরদিকে নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামি দরখাস্তকারী মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন অভিযোগকারী প্রতিপক্ষ মোহাম্মদ আলী মেহেরের প্রাপ্য ৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ) টাকা পাওনা বাবদ আসামি তার নামীয় সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিমিটেড এর হিসেব হতে বিগত জুন ০৩, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে ৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ) টাকার চেক প্রদান করেন কিন্তু চেক নগদায়নের জন্য ব্যাংককে জমা দিলে অপর্যাপ্ত তহবিল উল্লেখে ডিজঅনার হয়। পরবর্তীতে অভিযোগকারী তার আইনজীবীর মাধ্যমে আসামিকে লিগ্যাল নোটিশ দিলে নোটিশ গ্রহন করেও আসামি অভিযোগকারীর টাকা পরিশোধ না করলে অভিযোগকারী আসামির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আদালতে মামলা করতে বাধ্য হন। আসামিকে গ্রেফতারী পরওয়না মূলে আদালতে আনা হয় কিন্তু আসামি জামিন নিয়ে পালিয়ে যায়, ফলে তার অনুপস্থিতে বিচার এবং তার বিরুদ্ধে রায় ও দণ্ডাদেশ হয়। পুনরায় আসামিকে গ্রেফতার করা হয়। আবার আসামি নিম্ন আদালতের রায় ও দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করে এবং জামিন নিয়ে আবার পালিয়ে যায়। আবার পুলিশ আসামিকে গ্রেফতার করে। পুনরায় আসামি আপিল আদালতের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র

আদালতে ফৌজদারি রিভিশন মামলা দায়ের করেন এবং জামিন লাভ করেন। আসামির উক্ত রিভিশন মামলা শুনানীকালে তার আইনজীবীর মাধ্যমে সংবাদ পাবার পর আদালতে উপস্থিত হয়নি।

উপরোক্ত অবস্থার আলোকে এটা সুস্পষ্ট আসামি তার থেকে প্রাপ্য টাকা দেনাদারকে না দেওয়া এবং আদালত হতে জামিন নিয়ে পালিয়ে থাকা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট।

বিজ্ঞ যুগ্ন মহনগর দায়রা জজ, পঞ্চম আদালত, অভিযোগকারী কর্তৃক আনিত অভিযোগ The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ১৩৮ ধারার অভিযোগ অভিযোগকারী উপস্থাপিত সাক্ষ্য দ্বারা আসামির বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হওয়ায় বিজ্ঞ যুগ্ন মহানগর দায়রা জজ, দায়রা মামলা নম্বর ১৬৯৪/২০২০ এ বিগত জানুয়ারি ২৪, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে আসামির বিরুদ্ধে উল্লেখিত ধারায় ৩(তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। আসামি উপরোক্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করেন। বিজ্ঞ বিচারক, অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, তৃতীয় আদালত, চট্টগ্রাম ফৌজদারি আপীল মামলা নম্বর ২১৬/২০২২ এ বিগত জানুয়ারি ১৬, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে সঠিকভাবে আপিল মামলাটি না-মঞ্জুর করেন এবং বিজ্ঞ যুগ্ন মহানগর দায়রা জজ কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও দণ্ডাদেশ আদেশ বহাল রাখেন।

আমি তর্কিত রায় ও আদেশে হস্তক্ষেপের আইন সংগত কোন কারণ খুঁজে পাইনি। রিভিশনের কোন যোগ্যতা (Merit) নেই।

অতএব, ফলাফল;

আসামির ফৌজদারি রিভিশন মামলা নম্বর ১৭৯৯/২০২৩ এ প্রদত্ত রুল খারিজ (Discharge) করা হলো।

আসামিকে অবশিষ্ট সাজা ভোগ করার জন্য আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিজ্ঞ যুগ্ন মহানগর দায়রা জজ, পঞ্চম আদালত, চট্টগ্রাম এ হাজির হবার জন্য নির্দেশ দেওয়া গেল। অন্যথায় দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি মোহাম্মদ জালাল উদ্দিনকে গ্রেফতার নিমিত্তে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নিম্ন আদালতকে নির্দেশ দেওয়া গেল।

অত্র রায়ের অনুলিপিসহ নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে অতিসত্বর পাঠানো হউক।